কালের সাঁকো
প্রথম বর্ষ / সংখ্যা ২
অক্টোবর ২০২১
www.kalersanko.com

কালের সাঁকো

দ্বিতীয় সংখ্যা

অক্টোবর ২১

সম্পাদক
প্রিন্স মাহমুদ হাসান
স্বপনকুমার রায়

সহযোগি সম্পাদক
কাহালার হেমু

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২১

প্রকাশক
কালের সাঁকো
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
প্রিন্স মাহমুদ হাসান

বর্ণবিন্যাস
কালের সাঁকো

ওয়েবসাইট
www.kalersanko.com

যোগাযোগ
admin@kalersanko.com

মুখবন্ধ

"কালের সাঁকো"র এবারের সংখ্যাটি হলো দ্বিতীয় সংখ্যা। বলা চলে এই সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যায় আশ্রয়কৃত সাহসের ফল স্বরূপ এবং আগামী দিনের পথ প্রদর্শক। এ'বারের সংখ্যাটি আগের চেয়ে একটু ভিন্ন রূপে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভালো কিছু লেখাই "কালের সাঁকো"র এগিয়ে যাওয়ার সাহস যুগিয়েছে।

যারা ছড়া লেখেন তারা নিঃসন্দেহে স্বার্থকে উপেক্ষা করে লেখেন। "কালের সাঁকো" তাদের শ্রদ্ধা জানায়। এই শ্রদ্ধাবোধ, সাহিত্যের জন্য একটা কিছু করার তাগিদ ও লেখকদের উৎসাহ প্রদান। পাঠকের ভালোবাসার প্রতিদান স্বরূপ এই সংখ্যাটি সবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

"কালের সাঁকো"র এবারের সংখ্যাটি পরিস্থিতি বিবেচনায় ওয়েব সংস্করণ হলেও ভবিষ্যতে তা শুধু ইন্টারনেটে সীমাবদ্ধ থাকবে না। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর তা সরকারি তালিকাবদ্ধ হয়ে ম্যাগাজিন বা ছাপা পত্রিকা আকারে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সময়ের সাথে সাথে "কালের সাঁকো" আরও কিছু ইতিবাচক দিক নিয়ে পাঠক ও লেখকদের মাঝে হাজির হবে। যা বাংলা সাহিত্যের জন্য কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পারবে, এই আশা রাখি।

এই ওয়েবজিনে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আশা করি সবাই ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিতে দেখে ভালো পরামর্শ প্রদান করে "কালের সাঁকো"কে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করবেন।

- সম্পাদকদ্বয়

"কালের সাঁকো"র পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে গল্প সংখ্যা। গল্প সংখ্যার জন্য লেখা পাঠাতে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে কমপক্ষে ৫০০ থেকে ৬০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাতে হবে। গল্প অবশ্যই অপ্রকাশিত এবং মৌলিক হতে হবে। বর্তমান সংখ্যা ও পরবর্তী সংখ্যার কারও লেখায় কোন অসঙ্গতি বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে লেখকই এর দায়ভার বহন করবেন। কালের সাঁকোর সংশ্লিষ্ট কেউই এর দায় বহন করবে না।

সূচিপত্র

প্রথম বর্ষ
সংখ্যা - ২

ছড়া
উৎপলকান্তি বড়ুয়া

কেবল বলো কী সব মুখে -কীং কুঁই কুঁই কাঁই
কেনো এসব কোন্ সে ভাষা ধুর্ বুঝিনা ছাই!

কেশব মামা, ওমা দেখি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে চুপ
কেদারা কও কাকে বলে দেখতে কেমন রূপ?

কেতন বাবু বলুন ডাহুক যায় ডেকে ক্যান্ ঝাড়ে
কেশর এমন ঝুলানো ক্যান্ সিংহ মামার ঘাড়ে?

কেয়াবনের চারপাশে কি শেয়ালগুলো ঘোরে
কেমন করে লাফিয়ে হরিণ দৌঁড়ে পালায় জোরে?

কে-রে কারা যায় সেদিকে দলবেঁধে সব মিলে
কে দেখোনি শাপলা বলো ঢাকার মতিঝিলে?

দেয়াল
জাহাঙ্গীর আলম জাহান

জিপিএ ফাইভ পেতে হবে
ইশকুলে তাই যেতে হবে
বই চাপিয়ে কাঁধে
এমনি করে শিশুর জীবন
যাচ্ছে কেবল খাদে।

পড়া পড়া কেবল পড়া
চাই সুখময় জীবন গড়া
বাবা-মায়ের চাওয়া
পড়ার চাপে শিশুমনের
স্বপ্নরা হয় হাওয়া।

নেই বিনোদন, খেলাধুলা
জীবনটা হয় তুলা-তুলা
বইয়ের পড়া পড়ে
শিশুর জীবন বান্ধা যেন
চার দেয়ালের ঘরে।

টিভি দেখা, নাটক দেখা
গান কবিতা ছড়া লেখা
এসব তাদের মানা
স্বপ্ন ভাঙার দানব এসে
অন্তরে দেয় হানা।

তাই শিশুদের মননবোধে
কষ্ট জমে গোপন ক্রোধে
নেই সেদিকে খেয়াল
চাপে চাপে তুলছি আমরা
দূরত্বের এক দেয়াল।

ষাঁড় ঢুকেছে চায়না শপে

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

ষাঁড় ঢুকেছে চায়না শপে কেনাকাটার ছুঁতায়,
শপকিপারের মাথা খারাপ এমন ক্রেতার গুঁতায়।

ঝনঝনিয়ে প্লেট পড়ে যায়, খনখনিয়ে বাটি,
পায়ের নিচে ডিনার সেটের চলছে ফাটাফাটি।

এদিক যখন শিঙে বাধে, ওদিক বাধে পেটে,
একমনে ষাঁড় জিনিসপাতি দেখছে হেঁটে হেঁটে।

পিরিচগুলো পড়ছে ডানে, কাপগুলো তার বাঁয়ে,
গ্লাস ট্রে বোল স্যুপের বাটি ভাঙছে লেজের ঘায়ে।

শপকিপারের রাগ চড়ে যায়, সঙ্গে ক্রেতাদেরও,
আসলো সবাই তেড়েমেড়ে—ষাঁড় ব্যাটা তুই বেরো।

কিন্তু সে ষাঁড় বেরোবে কি—শপিং আরও বাকি,
মাথার পরে ঝাড়বাতিরাও হালকা খেল ঝাঁকি।

ষাঁড় হয়ে কেউ জন্ম নিলে ষাঁড়ই থাকে—ষাঁড়ই,
কী আর করা—দোকানি ওর মাথায় মারে বাড়ি।

চারদিকে তার চার পা তুলে লুটিয়ে পড়ে সে ষাঁড়,
সবাই হেসে টিটকারি দেয়, 'উঠল কি না প্রেশার!

এক ঘায়ে তুই কাত হয়ে যাস্, হারিয়ে ফেলিস্ জ্ঞানও,
গাধার মতো চায়না শপে ঢুকতে এলি কেন?'

কিন্তু সে ষাঁড় শুনবে কী আর, কি দেবে তার জবাব?
পড়ে গিয়ে তার যে এখন জ্ঞানের বড় অভাব।

জ্ঞান ফিরে পায় ষাঁড়টা শেষে ঠাণ্ডা পানির ছিটায়,
ভাবছে কেবল সবাই কেন তাকে ধরে পিটায়।

জ্ঞান দিলো সেই সুধীসমাজ, 'হতচ্ছাড়া বোকা!
ষাঁড়গোরুদের চায়না শপে উচিৎ কিনা ঢোকা?'

সবিনয়ে ষাঁড় দুপাশে নাড়ায় মাথা—না-না—
জ্ঞানের ভেতর এইটুকু জ্ঞান তারও আছে জানা।

দোকানি কয়, 'ঢুকলি কেন তবে কপাল পোড়া!
কেমন করে ভাঙা বাসন লাগবে এখন জোড়া?'

এবার সে ষাঁড় মুখ নাড়াল—বলল, 'সবই মানি,
কিন্তু আমি নিজেই যে ষাঁড় তা কি আমি জানি?'

জ্ঞানের বোঝা

কাশীনাথ মজুমদার পিংকু

শিশুর পিঠে জ্ঞানের বোঝা
বাড়ছে শুধু বাড়ছে রে
সকাল-সন্ধ্যা এদিক ওদিক
জ্ঞানের খোঁজে হাঁটছে রে।

মানুষ হবে এই আশাতে
স্বপ্নে ওরা ভাসছে রে
বাবা-মা কে করতে খুশি
দুখের মাঝেও হাসছে রে।

ইঁদুর দৌড়ে দিনে দিনে
হচ্ছে শিশু যন্ত্র রে
জ্ঞানের বোঝা চাপাও ওদের
পিঠেতে নয় অন্তরে।

যাদের দু'চোখ স্বপ্নমোড়া
উৎপলকুমার ধারা

সেই যে মেয়ের মেঘলা দুপুর
পায়না পুজোয় নতুন জামা
বাজছে না তার পায়ের নূপুর
সেই মেয়েটার কান্না থামা !

পদ্ম শালুক কাশ ফুটে যায়
সুর ঝরে যেই পাখির ঝাঁকে
ভোরের বাতাস শিউলি ঝরায়
শব্দ ওঠে ঢাকির ঢাকে !

নেই ভিটে যার চালচুলো হীন
দিন কাটে যার দূর্যোগেতেই
চায় সে পুজোয় এইক'টা দিন
ঝলমলানো সূর্যটিকেই !

বাজছে মাইক পুজোর সানাই
আসছে মঞ্চে দুর্গামা যে
সেই যে মেয়ের খবর জানাই
তার ভাইয়েরও নেই জামা যে !

পুজোর মাঠে ঝিলিক মিলিক
চলছে আলোর ঝকমকে নাচ
চতুর্দিকে খুশির ফিনিক
রঙবাহারী চকমকি কাঁচ !

যাদের দুচোখ স্বপ্ন দিয়ে
পুজোর রঙিন চিত্র আঁকে
সবাই তোরা দিস জানিয়ে
তাদের কথাই দুর্গা মাকে !!
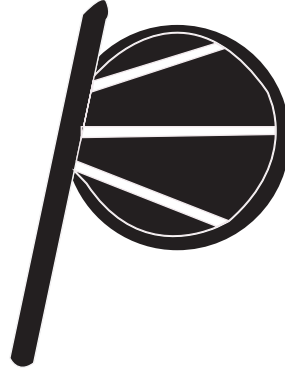
ভালোবাসার হাত পাখাটি
চন্দনকৃষ্ণ পাল

ফ্যান ও এসির বাতাস ভালো স্বস্তি আসে প্রাণে
হাতপাখাটির বাতাস তো আজ স্মৃতির গানে গানে।
মেলা থেকে আসতো পাখা রঙ বেরঙের সাজ
ফ্যানের মেলায় হাত পাখাটি হারিয়ে গেছে আজ।
মায়ের আদর ভালোবাসা পাখার শরীর জুড়ে
সেই সময়ের স্মৃতিগুলি মনের ভেতর পুড়ে।
বিদ্যুতের এই স্বপ্ন যখন ছিলো না ভাবনায়
গ্রাম শহরের মানুষেরা পাখার কাছেই যায়।
তাল গাছের পাতা কিংবা সূতোয় বোনা পাখা
তার শরীরে রঙ বেরঙের আলপনা হয় আঁকা।
কিছু ছিলো বাঁশের তৈরী, শীতল পাটির কেউ
হাত চালালে কী যে ছন্দ আর বাতাসের ঢেউ।
ঘরে বাইরে বিদ্যুতে আজ হারিয়ে গেছে পাখা
বাস্তবে নেই হাত পাখারা স্মৃতির ঘরে রাখা।
চোখ ভরা ঘুম মায়ের কিন্তু চলত ঠিকই হাত
হোক গরমের দুপুর কিংবা গা জ্বালানো রাত।
হাতপাখারাও যাদুঘরে দেখার জিনিস হবে
আমার কাছে স্মৃতি হয়ে হাতপাখাটা রবে।

গানের পাখি
শশধর চন্দ্র রায়

সেদিন হঠাৎ দাদুর কাছে
প্রশ্ন করে আঁখি,
'মধুর সুরে গাইতে পারে
বলো না কোন পাখি?

চারিদিকে অনেক পাখি
আছে ঝোপে-ঝাড়ে,
বলো না দাদু, কোন পাখিরা
গান গেয়ে মন কাড়ে?'

খানিক সময় চিন্তা শেষে
দাদু বলেন তাকে -
'ঘুঘু, দোয়েল, বউ কথা কও
মধুর সুরে ডাকে।

পাপিয়া বুলবুলি আছে
আছে আরও পাখি,
তারচে' ভালো গাইতে পারে
আমার ছোট্ট আঁখি।'

ডাকাতের ন্যায় লুটছে
আবু সাইদ কামাল

নানাস্থানে হয়ে গেছে
মিথ্যাচারের চল,
নায়ক হয়ে ঘুরছে এখন
ছদ্মবেশী খল।

বিশ্বাস করে সরল মানুষ
নানাভাবে ঠকে,
প্রতারিত হয়ে কেবল
মনে মনে বকে।

লোক ঠকিয়ে প্রতারক যে
হয়ে উঠে ধন্য,
স্বার্থ উদ্ধার করবে তা সে
যেভাবে হোক গণ্য।

ন্যায়-অন্যায় পাপ-পূণ্যে
বিবেক দেয় না সাড়া,
উপার্জনের কঠিন নেশা
করে ওদের তাড়া।

কী যে মোহের তাড়ায় ওরা
ছুটছে কেবল ছুটছে,
সুযোগ পেলেই জনসম্পদ
ডাকাতের ন্যায় লুটছে।

ছবি: পিয়ুশা বাগ

পুজোর চিঠি

স্বপনকুমার রায়

আমার দেশে চাঁদ জোছনা
ছড়ায় এখন রাতে ---
শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে
বাতাস এখন মাতে।

দুধ-সাদা রঙ রূপালি-কাশ
লাল-শালুকের মেলা,
তোমার দেশেও এখন এমন
চলছে রঙের খেলা?

আমার দেশে মাঠময় আজ
সবুজ গালিচা পাতা ---
শরতের ছবি আঁকতে আঁকতে
কবিরা ভরায় খাতা।

আমার দেশের ইশকুলে ছুটি
পূজা পূজা উৎসবে,
তোমার দেশেও ছুটি আছে কিনা
চিঠিতে জানিও তবে।

তোমার চিঠি পেলে আমি খুব
খুশি হবো মনে মনে ---
পুজোর ছুটিতে মেতে রব ঠিক
দুই দেশে দুইজনে।

রঘুপতি

শঙ্খশুভ্র পাত্র

রাতদিন ডুবে থেকে
রচনার পাহাড়ে,
রঘুপতি বসে নাকো
রাগ করে আহারে।

রাই দিদি তাই দেখে
রেঁধে আনে খিচুড়ি,
রঘুপতি চমকায়—
'রাতভিতে কি চুরি ?

রাতকানা যত সব
রূঢ়মতি; আলসে,
রাহা কই আটকাবে ?
রোগটা যে চালশে !

রব শুনে থাকো স্থির
রইরই করো না,
রাঢ়দেশে যাবে যদি
রেলগাড়ি চড়ো না।

দ্বৈত হামলা
কাহালার হেমু

কোভিড-১৯ হানছে ছোবল
খাচ্ছি খাবি,পাইনি যে তল
কাঁপছে জীবন খুঁটি,
এরই মাঝে ডেঙ্গু এসে
মওকা পেয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে
ধরছে চেপে টুটি।
লকডাউনে আটকা পড়ে
আশা- ভরসা যাচ্ছে মরে
কমছে মনের জোর
দ্বৈত হামলায় হারাই দিশা
চলমান এই অমানিশা
কখন হবে ভোর?

শরতের ছড়া

শরতের সুর
তাপস বাগ

আসমান নীল
লাগে ঝিলমিল
মেঘেদের ভেলা
করে যায় খেলা।

কাশ ওঠে দুলে
ভরা নদী কূলে
সাঁকোটার পাশে
রাঙা রোদ হাসে।

ভোর হলে পরে
শিউলিরা ঝরে
জলে ভাসে হাঁস
শরতের মাস।

বেজে ওঠে বাঁশি
ঢাক আর কাঁসি
তাক কুড়াকুড়
শরতের সুর।

কবিতা

আলোকিত মানুষ
এমরান চৌধুরী

নুন আনতে পানতা ফুরায় যাদের
স্বপ্ন দেখা তাদের কাছে
আহাললতা যতো
তাই ভাবে না স্বপ্ন নিয়ে অন্য সবার মতো।

জীবন মানে অষ্টপহর কষ্ট অবিরাম
রৌদ্রে ঝরা ঘাম
তাদের কাছে বাহাললতা স্বপ্ন নিয়ে ভাবা
বলবে লোকে এ শহরে নামলো নতুন হাবা।

স্বপ্ন নিয়ে তাই ভাবি না, হয় না স্বপ্ন দেখা
স্বপ্নতো নয় রেখা
সরল পথে হাঁটার পরে দেখবো বাতিঘর
স্বপ্নকে তাই স্বপ্নে ঢাকি সারা জীবনভর।

আমার স্বপ্ন মানুষ হওয়া নেই বুকে আর সাধ
সব দিয়েছি বাদ
আলোকিত মানুষ পারে বদলে দিতে মুখ
তাড়িয়ে দিতে এ সমাজের সমস্ত অসুখ।

খাওয়াটাই কাম
রুবেল হাবিব

আমি আর হাতি
খাই দাই তাই তাই
দিন থেকে রাতি।

ঘুম থেকে উঠে পরে
ডাকি বুম বুম
মেতে উঠি আয়োজনে
খাওয়া দাওয়া ধুম।

হাতি খায় কলাগাছ
আমি খাই কী!
যাই দেখি লাল চোখে
তাই চেখে নিই।

বুম বুম বাম বাম
ধুম ধুম ধাম
খাই খাই খাই খাই
খাওয়াটাই কাম।

তর্ক
বাসুদেব খাস্তগীর

পেঁয়াজ রসুন আদা
তর্ক করে নিত্য ওরা
কে হয় রে কার দাদা।
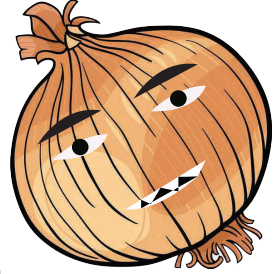
পেঁয়াজ বলে আমি
তরকারিতে আমার চেয়ে
বলো তো কে দামি?
মনটা করো সাদা
আমিই হলাম দাদা।

রসুন বলে থাম
বাজার মূল্যে সবার চেয়ে
আমার বেশি দাম।
সরাও মনের কাদা
আমিই হলাম দাদা।

আদা বলে রাগে
বর্ণমালায় আমি কিন্তু
আছি সবার আগে।
নেই কোন তাই বাধা
আমিই সবার দাদা।

একি গোলক ধাঁধা !
বুয়া বলে তিনজনই তো
মস্ত বড় গাধা
তর্ক কেন? একটু পরেই
হবি হাতের রাঁধা।

শরতের প্রকৃতি
জাহানারা নাসরিন

পরিপাটি মাঠ-ঘাট সবুজের চাদরে
স্বর্গের সুধা ছবি দেখি এই ভাদরে।
মনোলোভা কাশফুল ডাকে হাত নাড়িয়ে
বুনোফুলে বনানীর শোভা দিল বাড়িয়ে।

মুঠোমুঠো রোদ্দুর নীলিমায় খেলছে
জলহারা মেঘ দেখ ডানা দুটো মেলছে।
ঘুমঢুলো তারাগুলো মিটিমিটি জ্বলছে
ঝিঁঝিদের উড়াউড়ি খুব খেলা চলছে।

ঝোপেঝাড়ে আলো জ্বেলে জোনাকিরা ছুটছে
উঠোনের কোণজুড়ে শিউলিরা ফুটছে।
মধু নিতে অলিকূল ফুলে ফুলে ঘুরছে
ঝাঁকবেঁধে বলাকারা সাঁঝাকাশে উড়ছে।

বরবটি পুঁই আর ঝিঙের মাচাতে
দেখি রোজ বুলবুলি পুচ্ছটা নাচাতে।
হুতুমটা ডেকে যায় বসে কোন দূরেতে
ঘুম ভাঙে বিহগের মুখরিত সুরেতে।

দিঘিজল টলমল চাঁদমামা নড়ছে
জোছনার ফুল যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।
ঘাসে ঘাসে শিশিরের মতিহার মাধুরী
শরতের প্রকৃতি আহা কী যে আদুরী!

শরতের ছড়া

চমকে ওঠে বিশ্ব
হুমায়ুন আবিদ

এই শরতে বৃষ্টি পড়ে পদ্ম ফোটে ঝিলে
মাছরাঙা বক মাছ ধরে খায় বসে খালে বিলে।

এই শরতে সূর্য হাসে সাদা মেঘের কোলে
নদীর বুকে নৌকা চলে বাদামি পাল তোলে।

এই শরতে শিউলি হাসে সবুজ ঘাসের বুকে
ক্ষেতের ফসল দেখে কৃষাণ হাসে খুশি মুখে।

এই শরতে নদীর তীরে সাদা কাশের মেলা
মন ভরে যায় প্রাণ ভরে যায় দেখে কাশের খেলা।

এই শরতে গাঁয়ের ঘরে তালের পিঠের গন্ধ
পাখপাখালির কণ্ঠে থাকে মিষ্টি গানের ছন্দ।

এই শরতে বাংলা মায়ের হাসে রূপের দৃশ্য
চোখ জুড়ানো দৃশ্য দেখে চমকে ওঠে বিশ্ব।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের আঁকা ছবি
ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে চাইলে
বড়দের সাহায্য নিয়ে এখনই ই-মেইল করো
admin@kalersanko.com এই ঠিকানায়।

ছবিটি এঁকেছে

পিয়ুশা বাগ
চতুর্থ শ্রেণি
কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ

চট্টগ্রামের ফুসফুস
কবির কাঞ্চন

হাসপাতালকে ডেকে বলে সিআরবি'র গাছে
এসো না এসো না বন্ধু তুমি আমার কাছে।
আমার স্থানে তুমি এলে আমি যাবো কই
থেমে যাবে মানুষগুলোর আনন্দ হইচই।

আমার মতো তোমারও তো আছে প্রয়োজন
তুমি বাঁচো আমিও বাঁচি বলছে আমার মন।
হাসপাতাল বলে ওঠে তোমার কথা ঠিক
যারা আমায় আনছে হেথায় তাদের জানাই ধিক।

আজকে আমার মনের কথা বলছি শোন ভাই
তোমার স্থানে তুমি থাকো এটাই আমি চাই।
আমি বুঝি, তুমি বোঝো, বোঝে না তো ওরা
মরিচীকার পিছে ওরা ছুটছে হয়ে ঘোড়া।

তোমার বুকে আছে কত জীবজন্তুর বাসা
তুমি হলে নগরবাসীর বেঁচে থাকার আশা।
সকাল-বিকাল হাজার মানুষ তোমায় ঘিরে থাকে
তাই বুঝি গো সবাই তোমায় 'ফুসফুস' বলে ডাকে।

আমি যেমন অসুস্থকে সুস্থ করে তুলি
তেমন তোমার দয়ার কথা কেমন করে ভুলি।
সিআরবি' তো তোমারই স্থান আছে আমার জানা
বলব ওদের তোমার স্থানে দেয় না যেন হানা।

চুং চাং চিং
ইকবাল বাবুল

রঘুনাথ সিং
কপালে সে বেঁধে রাখে
ইয়া বড় শিঙ।
কেউ তার পাশে এলে
কিংবা সে কাছে পেলে
সেই দু'টো শিঙ দিয়ে
মারে ঢিং ঢিং
রঘুনাথ সিং।

রঘুনাথ সিং
উঠোনে সে বানিয়েছে
বড় এক রিং
সেই বড় রিং জুড়ে
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে
উল্লাসে শূন্যে সে
মারে বক্সিং
রঘুনাথ সিং।

রঘু নাথ সিং
রোগা টিং টিং
খালি পেটে খায় নাকি
সালসা ও হিং
সালসা ও হিং খেয়ে
মেতে উঠে গান গেয়ে
চাইনিজে কথা বলে
চুং চাং চিং
রঘুনাথ সিং।।
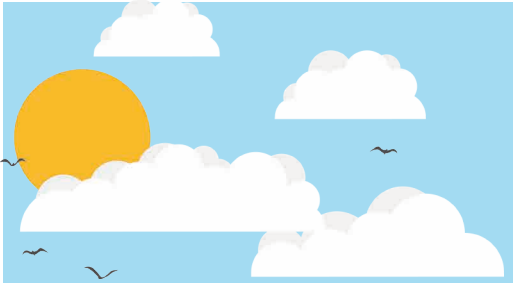
স্বপ্ন দেখি
জাকির হোসেন কামাল

পাখি হলেই নীড় থাকবে
মানুষ হলেই ঘর,
বুকের ভেতর সুখের নদীর
থাকবে কলস্বর।

কিন্তু আমি হইনি কিছুই
না পাখি না মানুষ,
বুঝে গেছি তাইতো আমার
স্বপ্নগুলো ফানুস।

পাখির আছে সুনীল আকাশ
প্রাণীর আছে ঘর,
আমার আছে বুকের ভেতর
কান্না নিরন্তর।

তবুও বেঁচে আছি নিয়ে
সাহস এবং ভয়,
কবে হবে এই আমাদের
একটা পরিচয়।

অস্থিরতায় দিন কাটে না
যাচ্ছে তবু দিন,
তারপরেও স্বপ্ন দেখি
স্বাধীন ফিলিস্তিন।

FREE PALESTINE

পুজো নেই যে গ্রামে
বিকাশকলি পোল্যে

হয় না আজও দুর্গা পুজো
আমার ছোট্ট গ্রামে
তাইতো আমার দু'চোখ বেয়ে
জলের ধারা নামে ।

আকাশ দেখে বুঝতে পারি
এল পুজোর দিন
শিউলি দেখে বুকে বাজে
মন খারাপের বীণ ।

জল থইথই পুকুর ডোবায়
পদ্ম শালুক ফোটে
এসব দেখে মনটা আমার
কেমন করে ওঠে ।

নদীর চরে কাশের বনে
হিমেল বাতাস বয়
এমনি দিনে মন কি কারো
ঘরের ভিতর রয় ?

মন ছুটে যায় পাশের গ্রামে
বাজনা বাজে যেথায়
কল্পনাতে দু'চোখ ভরায়
হৃদয় ভরে ব্যথায়।

করোনাকাল
গিয়াস উদ্দিন রূপম

ডুব দিয়েছে সুখের রবি
মুখ ঢেকেছে বিশ্ব
ক্ষুদ্র জীবের কাছেই মানুষ
আজ অসহায়— নিঃস্ব !

লাশের পরে লাশের মিছিল
আহ্! কী করুণ দৃশ্য
কেউ পাশে নেই বন্ধু-স্বজন
নিমেষেই অস্পৃশ্য !

অর্থ-কড়ি পদ-পদবি
থোড়াই কেয়ার—তুচ্ছ !
দম্ভ-দাপট কোথায় তোমার
মানুষ, কিছু বুঝছো ?
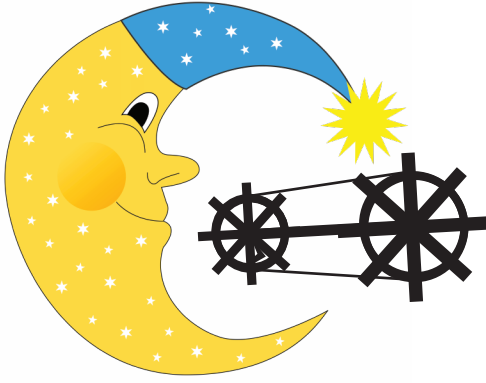
চাঁদের বুড়ি
আবুল খায়ের নূর

চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে
গোলক ধাঁধার মাঝে,
দিবা-রাতি কাটে শুধু
বিরাম নাই তার কাজে।

বয়স বেড়ে নূয্য বুড়ি
ধনুক বাঁকা হায়!
রাত্রি হলেই আলো ছড়ায়
রাঙা চরণ পায়।

ক্লান্ত বুড়ি- দিনের বেলায়
ঘুমের বাড়ি যায়,
চাঁদের বুড়ির পায় কি খিদে?
চিবিয়ে কিছু খায়?

বালিয়াড়ি আর পাহাড় টিলা
চাঁদের দেশের মেলা,
সে মেলাতে কাটছে বুড়ির
দিন ও রাতের বেলা।

পাখির কাব্য
সুব্রত চৌধুরী

চড়ুই পাখি ফুড়ুৎ ফাড়ুৎ ওড়ে কুটো মুখে
ময়না পাখি গয়না গায়ে খাঁচায় থাকে সুখে।

দুপুর নামে রোদের খামে কোকিল কুহু তানে
গাছের ডালে দোয়েল মাতে মিষ্টি মধুর গানে।

আকাশ নীলে ডানা মেলে যায় যে উড়ে চিলে
মাছের খোঁজে পানকৌড়ি ঘোরে পুকুর, বিলে।

টিয়ে পাখি করে বিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে
ময়ূরপঙ্খি মেলে ডানা কনের বাড়ি গিয়ে।

বাবুই পাখি বাসা বেঁধে থাকে ওরা সুখে
খুঁটে খুঁটে কাকাতুয়া খাবার আনে মুখে।

ভোরের বেলা পায়রা মাতে বাকুম বাকুম ডাকে
টুনটুনিটা ইতিউতি খুঁজে বেড়ায় মাকে।

গাছের ডালে বউ-কথা-কও সুরে সুরে ডাকে
উঠোন জুড়ে মুরগি ছানা সুখের ছবি আঁকে।

হাঁসের দলে এঁকে বেঁকে যায় রোজ ঝাঁকে ঝাঁকে
প্যাঁক প্যাঁকা প্যাঁক ডেকে ডেকে হারায় পথের বাঁকে।

শরতের ছড়া

শরৎ আসে

এ কে এম মোস্তফা

ভোর বেলাতে দূর্বা ঘাসে
শিশির তো নয় মুক্তো হাসে।
রোদ বৃষ্টির দুষ্ট খেলা
নীল আকাশে মেঘের ভেলা।

শুভ্র সাদা কাশের ফুল
কি অপরূপ নদীর কুল।
সবুজ ভরা আমন ক্ষেতে
দামাল হাওয়া ওঠে মেতে।

আঁধার কালো রাতের বেলা
আকাশ মাঝে তারার মেলা।
জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের হাসি
মনটা যেন হয় উদাসী।

শিউলি ফুলের মুগ্ধ ঘ্রাণে
পুলক জাগে সবার প্রাণে।
এমনি করে শরৎ আসে
ভাদ্র আশ্বিন দু'টি মাসে।
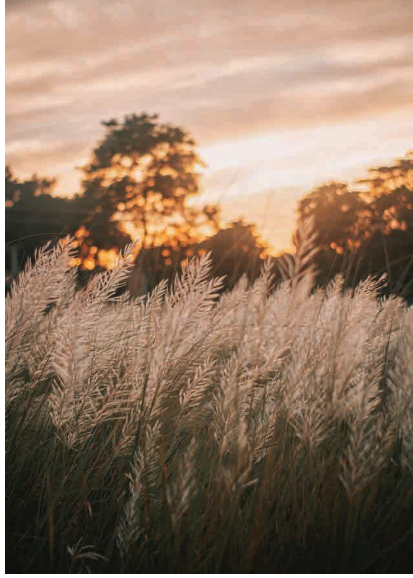
শরৎ

সফিউল্লাহ লিটন

শরৎ এলেই আকাশ জুড়ে
স্বপ্ন হাজার ভাসে
সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে
রোদপরীরা হাসে।

কাশের বনে ঢেউ খেলে যায়
একটু বাতাস পেলে
প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়
ডানা দুটি মেলে।

গাছে গাছে হাসনাহেনা
শাপলা ফোটে বিলে
পাকা তালের পিঠা-পায়েস
খাই যে সবাই মিলে।

সবুজ মাঠে আলোর নাচন
দেয় যে মনে দোলা
শরৎ হলো ঋতুর রাণী
যায় না তারে ভোলা।

শরৎ

শাহীন খান

মেঘ ভেসে যায় আকাশ নীলে
ডানা মেলে শঙ্খচিলে
গায় যে পাখি গান
ঝিরিঝিরি বইছে হাওয়া
ক্ষণটা যেন কাব্যে ছাওয়া
উথলে ওঠে প্রাণ!
পুকুর জলে হাঁসের কেলি
বকরা ওড়ে পাখনা মেলি
রাখাল ধরে সুর
চিলে কোঠায় মাদুর পেতে
মাতি আমি আনন্দেতে
দোলে যে রোদ্দুর।
মাছরাঙা আর দোয়েল পাখি
পরে কাজল রাঙ্গায় আঁখি
পানকৌড়ি দেয় ডুব।
শরৎ এলো আমার দেশে
দারুণ খুশির সেই আবেশে
মন থাকে না চুপ!

যখন শরৎ আসে

সুব্রত দাস

যখন শরৎ আসে,
রঙ বেরঙের "নাকচাবি" ফুল
ফোটে ঘাসে ঘাসে !
পেঁজা তুলোর উড়িয়ে আঁচল
মেঘফুলেরা ভাসে !!

যখন শরৎ আসে,
সাতশো খুশি ঢেউ খেলে যায়
পালক-শুভ্র কাশে !
টাকডুমা ডুম বাদ্যি ঢাকের
বাজবে আশেপাশে !!
যখন শরৎ আসে,
রৌদ্র সোনা ঝলমলিয়ে
সত্যি ভালোবাসে !
সাতচাঁপা ফুল টুপুর লুটোয়
এই আশ্বিন মাসে !!

শরৎ মানে

সামিউল ইসলাম

শরৎ মানে নীল গগণে
শুভ্র মেঘের ভেলা
ঝির বাতাসে নদীকূলে
কাশফুলেদের খেলা।

শরৎ মানে ফুল কাননে
জুঁই চামেলি বেলি
কদম,কেয়া,হাসনাহেনাও
দেয় যে পাপড়ি মেলি।

শরৎ মানে ফর্সা আকাশ
হালকা বৃষ্টি ঝরে
বড়ই স্বাদের তালের পিঠা
গাঁয়ের প্রতি ঘরে।

বাঘের মাসি
নবারুন কান্তি বড়ুয়া

ইচ্ছে বাঘের যাবে এবার
মাসিকে তার দেখতে,
হয়নি দেখা মাসির সাথে
নিজের বনে থাকতে।

মা বলেছে মাসি থাকে
নদীর পাড়ের গাঁয়ে,
মাসির বাড়ি পূর্ব পাড়ায়
পথটি হাতের বাঁয়ে।

পার হয়েছে নদী এবার
যাচ্ছে মাসির বাড়ি,
সঙ্গে নিল মাসির জন্য
দুধের একটা হাড়ি।

মাসিতো আজ ভীষণ খুশি
বাঘ এসেছে বলে,
বলল ডেকে এই দেখে যাও
আমার বোনের ছেলে।

বাঘের মাসি বিড়ালের মন
হলো এবার ভারি,
ভাগ্নে যখন বলল মাসি
ফিরব নিজের বাড়ি।

সুরে সুরে
প্রবীর রঞ্জন মণ্ডল

নুপূর ডাঙার টুপুর
পায়ে বাঁধা তার নুপূর
হাঁটছে থাপুর থুপুর
আজকে সারা দুপুর।

যাবে অনেক দূরে
পাখনা পেয়ে উড়ে
সুর মিলিয়ে সুরে
সেই সে অচিনপুরে।

সেথায় মামার বাড়ি
যাবেই তাড়াতাড়ি
তাই সে আড়াআড়ি
দেবেই সাগর পাড়ি।

মামার বাড়ির পুজো
মনটাকে তাই বুঝো
আসছে দশভুজো
সবাই মিলে খুঁজো।

বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
মাঈনুদ্দিন মাহমুদ

বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
গাঁয়ের সবুজ মাঠ
বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
পুকুর ডুবা ঘাট।

বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
বাবুই পাখির বাসা
মাঠের যত কাজ ফেলে ওই
ফিরে এলো চাষা।

বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
রাখাল গরুর পাল
বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
ডিঙি না'য়ের পাল।

বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
রান্না ঘরের চাল
বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
রহিম শেখের জাল।

বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
আপুর শুকনো শাড়ি
বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
কালাম শেঠের গাড়ি।

বৃষ্টি এলো ভিজিয়ে দিলো
দাদুর মাথার চুল
বৃষ্টি এসে বাধিয়ে দিলো
ভীষণ হুলুস্থুল।

বৃষ্টি
সুমন বিশ্বাস

বৃষ্টি এলে আমায় বলে,
বকুল, হাসনুহানা
আয় তো আমরা গল্প করি
ঘন্টা দু'য়েক টানা।

বৃষ্টি এলে গাছের পাতা
শোলক বলে হেসে
সুর সোহাগী নদী তখন
সুখে বেড়ায় ভেসে।

বৃষ্টি এলে মাঝদুপুরে
উদাস আমার মন
একলা ভিজে বাউল আমি
পথ আঁকি নির্জন।

বৃষ্টি এলে বাদল হাওয়ায়
লিখি মেঘের গান
ঠিক তখনই বোন যে শোনায়
ন'দেয় এল বান।

বৃষ্টি এলে বর্ষারানীর
মুখে ঝরে হাসি
বর্ষারাণীর মতো আমি
বৃষ্টি ভালোবাসি।

কথা
অবশেষ দাস

কথা সত্যি কথা মিথ্যে
চলে যুদ্ধ রাজা ভৃত্যে।

কথা সৃষ্টি কথা ধ্বংস
জেতে কৃষ্ণ হারে কংস।

কথা সুন্দর কথা বিশ্রী
মা তো গঙ্গা কত সুশ্রী।

কথা মিষ্টি কথা বৃষ্টি
দূর আকাশে কার দৃষ্টি।

কথা শ্রদ্ধা কথা মাল্য
এলো সন্ধ্যা দীপ জ্বাললো।

কথা কল্প কথা গল্প
ছুটি থাকলে পড়া অল্প।

কথা দুনিয়া কথা স্বপ্ন
অপু একলা ঘুমে মগ্ন।

কথা চলছে কথা বন্ধ
কিছু পাওনা ভাল মন্দ।

কথা একটা কথা লক্ষ
ছেলে অঙ্কে খুব দক্ষ।

কথা দিচ্ছি কথা রাখব
রোজ সকালে রোদ মাখব।

ছবি: মাস্তুরা অর্পি

আমার দেশ
মাহমুদ সালিম

আমার দেশে পূর্বাকাশে ওঠে ভোরের রবি
রঙ তুলিতে যতন করে শিল্পী আঁকে ছবি।

আমার দেশের মিনার থেকে কণ্ঠে আসে সুর
মোয়াজ্জিনের আযান ধ্বনি দেয় ছড়িয়ে নূর।

আমার দেশে রূপের ঝলক নদী পুকুর ঘাট
চার দিকেতে ফসলফলা শস্য শ্যামল মাঠ।

আমার দেশে পাখিদের ওই মিষ্টি মধুর গান
মনের সুখে সবাই মিলে করে কলতান।

দেশটা আমার মন কেড়েছে তাইতো ভালোবাসি
মায়ের কোলে রোজই দেখি শিশুর মুখের হাসি।

আমার দেশে গাছের ছায়ায় রাখাল বাজায় বাঁশি
সেই রাখালের বাঁশির সুরে স্বপ্নে আমি ভাসি।
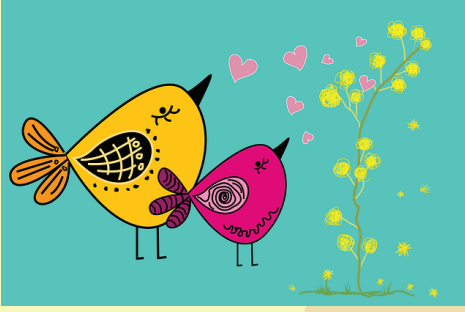
খোকার সাধ
এম.আবু বকর সিদ্দিক

ফুল হয়ে ফুটবো আমি
ছড়াব সৌরভ,
পাখি হয়ে ডালে ডালে
করব কলরব।

সবুজ পাতা হয়ে আমি
ফুটবো ডালে ডালে
মনের সুখে নাচব সেথা
বায়ুর তালে তালে।

প্রজাপতি হয়ে আমি
বসব ফুলে ফলে
ময়ূর হয়ে নাচব ক্ষণে
রঙিন পেখম তোলে।

বৃষ্টি হয়ে আকাশ থেকে
মুষলধারে ঝরব
শুকনো মাটি সিক্ত করে
শক্তিশালী করব।

সবার সাথে সালাম দিয়ে
সত্য কথা বলব,
পিতা-মাতা গুরুজনের
আদেশ মেনে চলব।

খোকার মন
কবির আশরাফ

আজকে খোকার মন ভালো নেই
তাইতো খোকা হাসে না
আজকে যে তার নেই জ্বালাতন
কারো কাছে আসে না।

যে মুখে রোজ খই ফুটত
আজকে কথা কম বলে
আদর করে ডাকলে কেউ
মুখটি লোকায় কম্বলে।

সকাল থেকেই শুয়ে আছে
একবারও সে ওঠে না
তার প্রিয় সেই বলটি নিয়ে
উঠান জুড়ে ছোটে না।

এটা খাবো ওটা খাবো
খোকার মুখের বোল ছিলো
আজকে কিছু খেতে দিলে
রেগেমেগে সে ফুলছিলো।

আজকে খোকার মন ভালো নেই
মন ভালো নেই কারও
মন ভালো নেই দাদা দাদির
মন ভালো নেই মা'রও।

ফসল খেতের টান

নিরঞ্জন মণ্ডল

অনেক দিনের পর
ডাক পাঠালো দামাল হাওয়া উজিয়ে বুকের চর।
ইচ্ছে-পাখি ছটফটালো মেলতে চেয়ে ডানা
এড়িয়ে সকল পিছন টান আর স্নেহের কঠিন মানা।
জাগল নতুন সুর
চোখের তারায় উঠল ভেসে কোন সে অচিন পুর।
সেই পুরিতে স্বপ্ন নিতে মাতাল আমন্ত্রণ
অমোঘ টানে টানছে বুঝি রাঙিয়ে আমার মন।
মাতন দুটো পায়
ঢেউ দোলদোল তোল পাল তোল ভাবের অলখ নায়।
ভাসব ভাবি ছলাৎ ছলাৎ ভরা স্রোতের গাঙে
খুঁজব কোথায় ফসল-চরের সাধরা পাহাড় ভাঙে।
জোছনা রাতের মায়া
সেই চরে কি সবার বুকে জড়িয়ে সোহাগ ছায়া
রূপ-ঝিকমিক তারার আকাশ সামনে ধরে মেলে
নরম আলোয় রূপকথারা গন্ধ দেবে ঢেলে?
ভরিয়ে আদুড় বুক
পাখ-পাখালির গানেই যদি ফুলরা তুলে মুখ
ছড়িয়ে আলো চোখের তারায় খলখলিয়ে হাসে
তখন আমি চাই দাঁড়াতে ফসল খেতের পাশে।

নেই খেলার মাঠ
আলমগীর কবির

চাঁদের আছে জোছনা রাশি
নদীর আছে গতি ,ঢেউ ;

স্বাধীনতায় নাচছে দেখো
প্রজাপতি হয়ে কেউ।

পাখির আছে মুক্ত আকাশ
ফুলের আছে সবুজ বন,

আমার কেন নেই খেলার মাঠ
পায় না ভেবে অবুঝ মন?

পাখির কন্ঠে গান থাকে কি
রাখলে পাখি বন্দি করে,

পাখির মত উড়ব কি আর
কাটাই সময় সন্ধি করে!

চাই না এখন এমন ছুটি
সাঈদুর রহমান লিটন

ভাল্লাগে না দীর্ঘ ছুটি
থাকি ঘরে বসে,
আঁধার ঘরে বসে বসে
যাচ্ছে জীবন ধসে।

মন যেতে চায় স্কুলে আমার
নিয়মিত পড়তে,
এলোমেলো জীবনটাকে
সুন্দর করে গড়তে।

ছুটি এখন গলার কাঁটা
রইছে গলে বিঁধে,
বদ্ধ ঘরে আটকে থেকে
হচ্ছে জীবন সিধে।

চাই না এখন এমন ছুটি
বছর বছর ধরে,
আর কিছুদিন থাকলে ছুটি
এমনি যাবো মরে।

নতুন দিনের সুরে
রিয়াদ হায়দার

জীবন জুড়ে যখন দেখি
ভোরের আলো ফোটে,
আঁধারটা কে ঘুচিয়ে দিয়ে
নতুন সূর্য ওঠে !

অন্ধকারের উৎস হতে
আলোর প্রভা আসে,
প্রাণে তখন খুশির ছোঁয়া
আনন্দে মন ভাসে !

আলোয় জীবন উঠুক ভরে
নতুন দিনের সুরে,
যাক মুছে যাক সকল গ্লানি
অনেক অনেক দূরে !

ভোরের আলোয় পাখনা মেলে
পাখি যখন ডাকে,
আলোয় ভুবন ভরিয়ে দিয়ে
নতুন স্বপ্ন আঁকে !

সবার জীবন হোক না রঙিন
ভাবছি মনে মনে,
আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ুক
কনকচাঁপার বনে !

মনের বাসনা
প্রিন্স মাহমুদ হাসান

ইচ্ছে করে পাখি হয়ে
উড়ে যেতে দূরে,
বৃষ্টি বলে গান শোনো না
গাইছি সুরে সুরে।

বৃষ্টির সাথে সখ্য আমার
আছে তাকে জানার,
ভয় করি না বজ্রের হুঙ্কার
ভয় করি না মানার।

একটু ওড়ার আকাশ চাই
চাই না সোনা হীরে
বারণ যতো খাঁচা হয়ে
আমায় রাখে ঘিরে।

পড়া শেষে মন টেঁকে না
থাকব কেন বসে?
পাই না ছুটি বাংলা লিখে,
অঙ্ক কষে কষে।

কী আর করা বন্দি হয়ে
ইচ্ছেগুলো আঁকি,
পাহাড় নদী ঝর্ণা সাগর
তুলির রংয়ে মাখি।

আকাশ এঁকে পাখি এঁকে
যাচ্ছি মিশে সঙ্গেই তার,
সাথে এঁকে হরিণ ছানা
যাচ্ছি মরে ঢঙেই তার।

সমাপ্ত